ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বলিউডে শাহরুখ উৎসব, 'ডাঙ্কি' ঝলক

পৃঃ ৫

পান্ডিয়ার জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে ভারতকে

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩০০ ● কলকাতা ● ১৮ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● রবিবার ● ০৫ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শিশিরের সম্পত্তির হলফনামায়

বিস্তর অসঙ্গতি, ইডি তদন্তের দাবি কুণালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারীর নির্বাচনী হলফনামায় কারচুপির অভিযোগ আনল তৃণমূল ! শাসকদলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ শনিবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অভিযোগ করেন, সাংসদ হিসেবে শিশির অধিকারী তাঁর সম্পত্তি নিয়ে যে হলফনামা দিয়েছেন, তাতে বিস্তর অসঙ্গতি রয়েছে।

তিনি এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানান। শুভেন্দু অবশ্য আগেই বলেছেন, আড়াই বছর জেলখাটা আসামীর কোনও বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া আমি দিই না।

শিশির অধিকারী কাগজে কলমে এখনও তৃণমূলের সাংসদ। কিন্তু ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের সময় তিনি বিজেপির মঞ্চে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে হাজির ছিলেন। খাতায় কলমে তৃণমূল সাংসদ থাকলেও তাঁর সঙ্গে শাসকদলের এখন বিশাল দূরত্ব তৈরি হয়েছে।২০১১ সালে তিনি হলফনামায় দাবি করেন, তাঁর আয় ১৫ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ছিল। ২০১২ সালে সেই পরিমাণ বেড়ে হয় ১০ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। কুণালের প্রশ্ন, এক বছরে আয় বা সম্পত্তির পরিমাণ ১০ কোটি টাকা বাড়ল কী করে? শিশির অবশ্য বলেন, জেলখাটা

এরপর ৩ পাতায়

গাজার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা মোদী-সুনকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে যখন যুদ্ধ পরিস্থিতি, তার মধ্যেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েল-হামাস দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার পর নিয়ে বিগত কয়েকদিনে বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে কথা বলেছেন ঋষি সুনক।

উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আগেই ইজরায়েল, জর্ডন, মিশর ও আরব আমিরশাহীর রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের কথোপকথনে ব্রিটেনের সঙ্গে মুক্ত-বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। দু তরফেই কিছু চুক্তির বিষয়ে কথা হয়েছে। তবে সে ব্যাপারে বিস্তারিত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ব্রিটেনের তরফে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ডাউনিং স্ট্রিটের তরফ থেকে মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইজরায়েলের ওপর হামাস যেভাবে হামলা চালিয়েছে, সেই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে মোদী ও সুনকের। ওই পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া যে কতটা জরুরি, তা নিয়েও কথোপকথন হয়েছে। মোদী ও সুনকের আলোচনায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, হামাস কোনও অবস্থাতেই প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধি নয়। তবে এই কথোপকথনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

ডাউনিং স্ট্রিট আরও জানাচ্ছে যে শুক্রবারের কথোপকথনে ঋষি সুনক গাজার নিরপরাধ মানুষের পরিস্থিতির ওপর জোর দিয়েছেন। সেই সব মানুষকে যাতে সবরকম সাহায্য করা হয়, তা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

ছত্তীসগঢ়ে প্রচারে শুভেন্দু

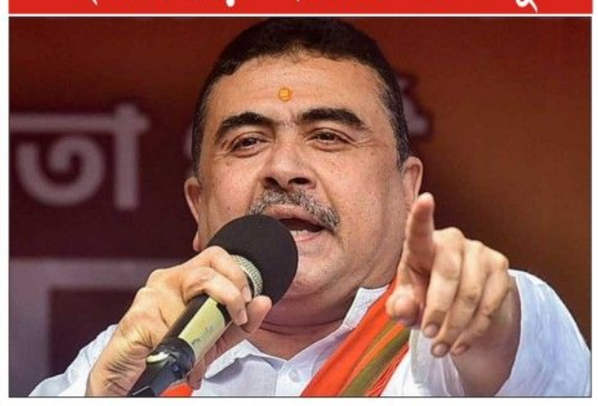

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভা ভোট ছত্তীসগঢ়ে। তার আগে আজ সে রাজ্যের 'মিনি বাংলা' হিসেবে পরিচিত অন্তগঢ় বিধানসভা কেন্দ্র ও রায়পুর গ্রামীণ কেন্দ্রে প্রচার করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হিন্দির পাশাপাশি বাংলাতেও বক্তৃতায় নিশানা করেন তৃণমূল, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে।শুভেন্দু দাবি করেন, ছত্তীসগঢ়ে এ বার পরিবর্তন হবেই। আজ অন্তগঢ়েরই পাখামজোরে সভা ছিল রাজ্যের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বঘেলের। শুভেন্দুর দাবি, "আমি তো অনামী নেতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছি বলে এক দু'জন চেনেন। কিন্তু আমার সভায় যা লোক হয়েছে তার তিন ভাগের এক ভাগ লোক হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সভায়।"

পরে রায়পুর গ্রামীণ কেন্দ্রেও বিজেপি প্রার্থী মোতিলাল সাহুর হয়ে প্রচার করেন শুভেন্দু। রাজনীতিকদের মতে, ছত্তীসগঢ়ের প্রায় ২০টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটে বাঙালিরা নির্ণায়ক ভূমিকা নেন। অন্তগঢ়ে ৬৮ শতাংশ ভোটারই বাঙালি। ফলে সেখানে প্রচারে শুভেন্দুকে সামনে রাখতে চাইছে বিজেপি। অন্তগঢ়ে এ বার চতুর্মুখী লড়াই। কংগ্রেস, বিজেপির পাশাপাশি রয়েছে আপও। ২০১৮ সালে পরাজিত হলেও এই কেন্দ্রে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিক্রম উসেন্ডির উপরেই ভরসা রেখেছে বিজেপি। অন্তগঢ়ের প্রাক্তন বিধায়ক অনুপ নাগের বদলে রূপসিংহ পোটাইকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। নির্দল বিধায়ক হিসেবে দাঁড়ানোয় দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন অনুপ।

আজ রায়পুর থেকে হেলিকপ্টারে অন্তগঢ়ের বান্দেতে যান শুভেন্দু। তৃণমূল ও কংগ্রেসকে একসঙ্গে নিশানা করে তাঁর বক্তব্য "মমতা দিদি, রাহুল বাবা সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন। ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র লক্ষ্য, মোদীজিকে হটানো।"

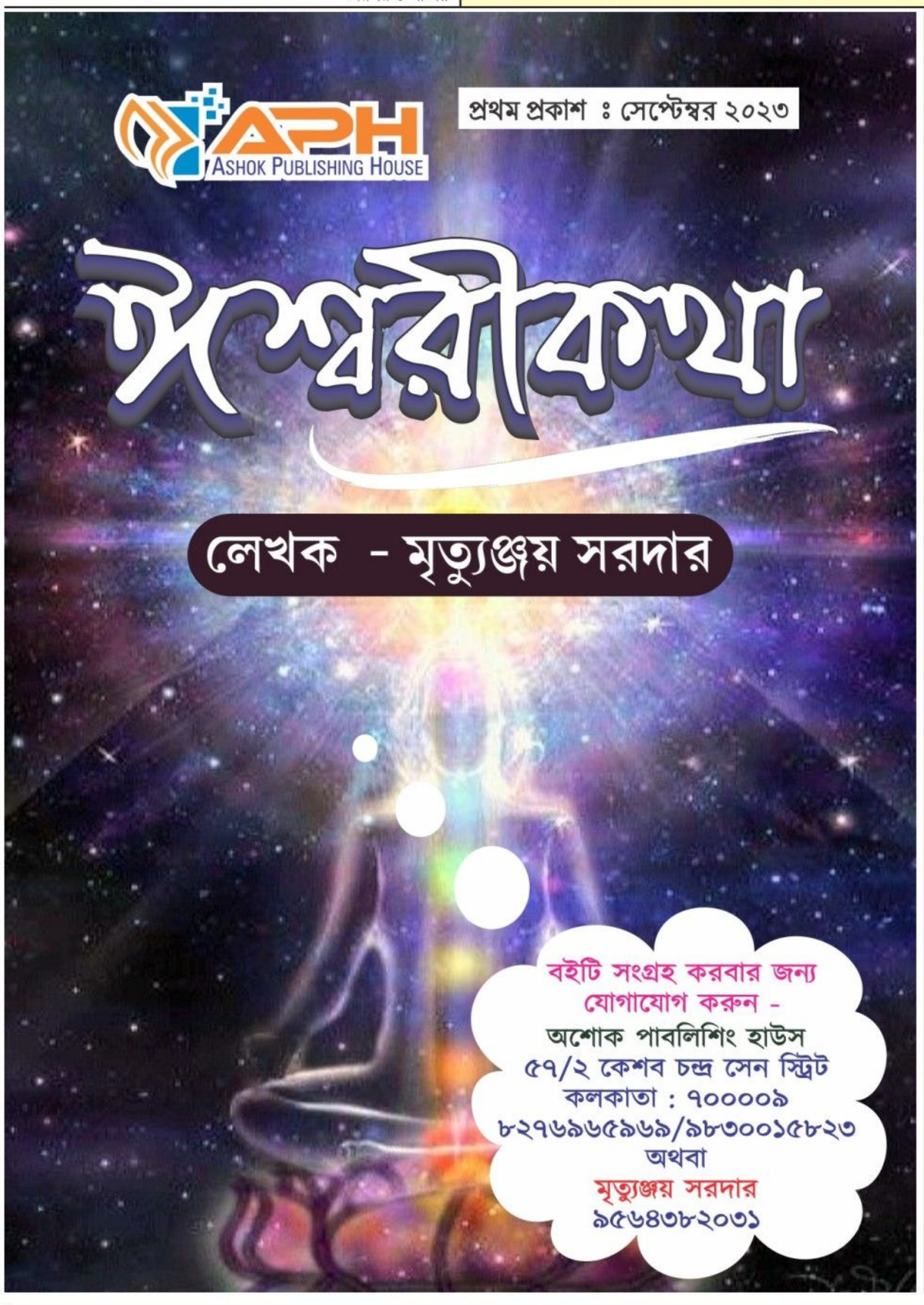

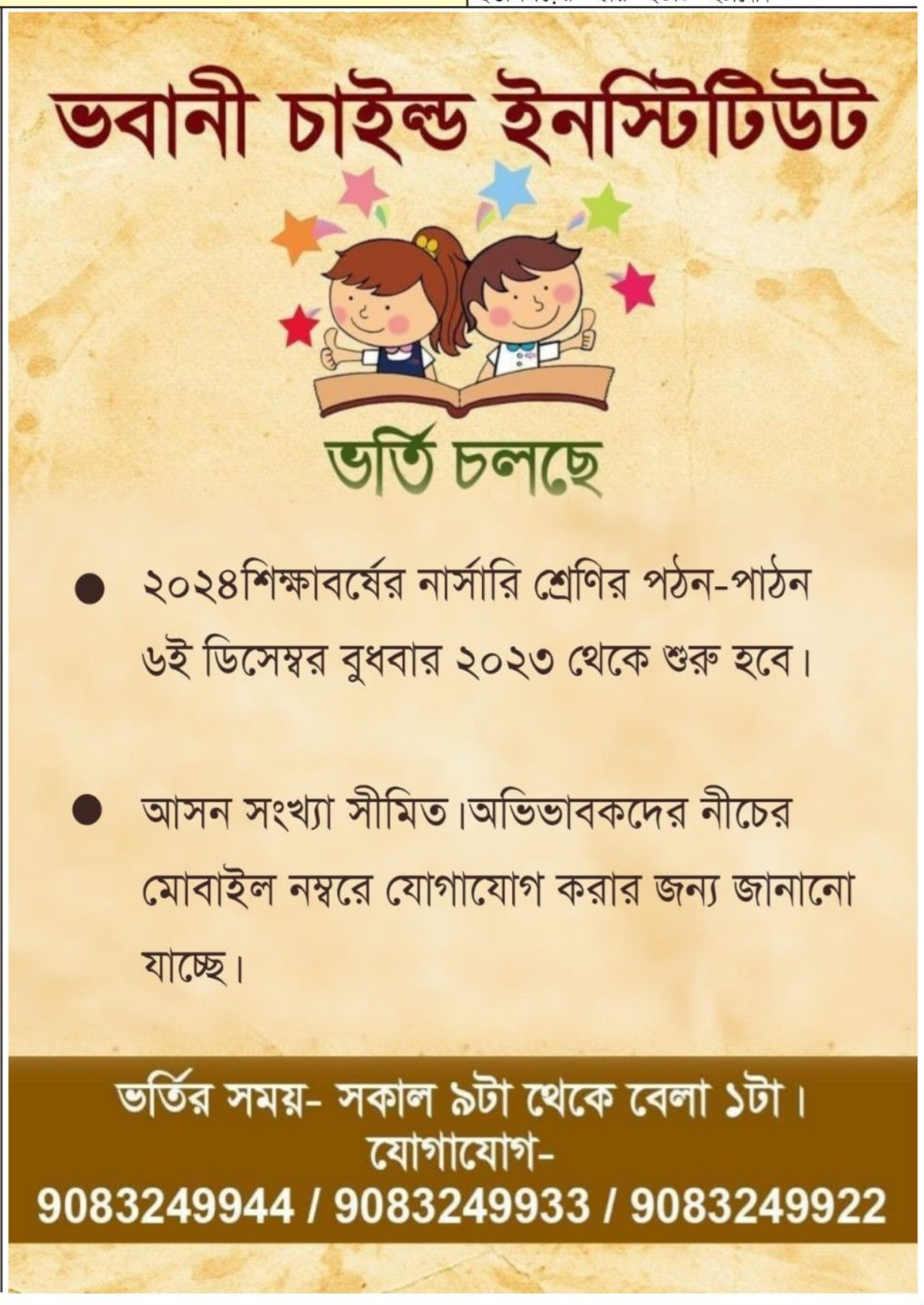

হাতিকে ঘুম পাড়াতে

বিনিদ্র রজনী বনকর্মীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাতি নিয়ে ঘুম উড়েছে কোচবিহারের বনদফতরের। হাতির হানায় ইতিমধ্যেই কোচবিহারে মৃত্যু হয়েছে চার জনের। ৬ টি হাতির মধ্যে ৪ টি হাতিকে রসমতি জঙ্গলে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন বন কর্মীরা। ১ টি কে ঘুম পাড়ানি গুলি করা হয়েছে। ওপরটি জলদাপাড়া জঙ্গলে রয়েছে। নতুন করে হামলার কোনও খবর নেই।শুক্রবার থেকে হাতির দলটি মাথাভাঙার ২ নম্বর ব্লকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিঘার পর বিঘা ফসল নষ্ট হয়েছে। একাধিক মাটির বাড়ি পায়ে পিষে নষ্ট করেছে। একাধিক মাটির বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। গোটা মোবাইল বন্দি করতে গিয়েও বিপদ বেড়েছে মারাত্মক। উনিশবিশা এলাকা. হাতির হানায় দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে হাতির দলটিতে ৬চি হাতি ছিল। বৃহস্পতিবার পর্যন্তও দিনহাটার মাতালহাটে ছিল হাতির দলটি। তারপর তারা দল বেঁধে মাথাভাঙার ২ ব্লকের দিকে এগোতে শুরু করে। গ্রামে সে সময়ে ধান ক্ষেতে কাজ করছিলেন আনন্দ প্রামাণিক নামে এক ব্যক্তি। দূর থেকে হাতির দল আসতে দেখে তিনি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেসময়েই দৌড়ে এসে একটি হাতি পিছন থেকে তাঁকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে তুলে আছাড় মারে। হাতির হানায় তার ঠিক দুদিন আগেই বুদ্ধেশ্বর অধিকারী নামে আরও এক জনের মৃত্যু হয়।

টেটে ফেল করেও ৭ বছর চাকরি

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : টেটে ফেল করেও ৭ বছর ধরে চাকরি ! অবশেষে চাকরি গেল ৯৪ জন অযোগ্য 'শিক্ষকে'র । নিজেদের নিয়োগপত্র নিজেরাই বাতিল করল পর্ষদ । সূত্রের খবর, অযোগ্যদের তালিকা হাইকোর্টে জমা দিয়েছিল সিবিআই । হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ । এই মামলায়, ১৮ অক্টোবর, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল ও ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকারকে CBI তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার পেশ করা রিপোর্ট দেখে বিচারপতি নির্দেশ দেন, প্রয়োজন মনে করলে পর্ষদের কোনও আধিকারিককেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই। এমনকী, তদন্তে সহযোগিতা না করলে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা মনে করলে তাঁদের হেফাজতেও নিতে পারে। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং ডেপুটি সেক্রেটারি। এই মামলায়, ১৮ অক্টোবর, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল ও ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকারকে সিবিআই তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার পেশ করা রিপোর্ট দেখে বিচারপতি নির্দেশ দেন, প্রয়োজন মনে করলে পর্ষদের কোনও আধিকারিককেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই। এমনকী, তদন্তে সহযোগিতা না করলে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা মনে করলে তাঁদের হেফাজতেও নিতে পারে। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং ডেপুটি সেক্রেটারি। রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে, রাজ্যের বিভিন্ন যে বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ আছে, তাদের চেয়ারম্যানদের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, ২০১৬ সালে নিয়োগপত্র পাওয়া ৯৪ জন শিক্ষক, যাঁরা গত সাত বছর ধরে চাকরি করছিলেন, তাঁদের নিয়োগপত্র বাতিল করতে হবে। সেই নির্দেশ পৌঁছে গেছে ডিপি এস সি-র চেয়ারম্যানদের কাছে।জানা গেছে, ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার্থী এঁরা। ২০১৬ সালে নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু অভিযোগ, কেউ টেট পরীক্ষায় পাস করতে পারেননি। অর্থাত, পরীক্ষায় পাস না করেই সাত বছর ধরে তাঁরা চাকরি করছিলেন। বেতনও পাচ্ছিলেন। এই তথ্য প্রথম আদালতে জমা দেয় সিবিআই, এমনই তথ্য জানা যাচ্ছে সূত্র মারফত। তথ্য জমা পড়ার পর, তাঁদের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ডিভিশন বেঞ্চও সেই নির্দেশ বহাল রাখে। অবশেষে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, এই ৯৪ জন যাঁরা এখন অযোগ্য শিক্ষক, তাঁদের ডেকে এনে শুনানি করা হয়। কিন্তু, নিয়োগপত্র পেলেও তাঁরা টেট পাসের সংশাপত্র পেশ করতে পারেননি। তারপর পর্ষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। পর্ষদ সাত বছর আগে এঁদের নিয়োগপত্র দিয়েছিল (মানিক ভট্টাচার্যের আমলে নিয়োগপত্র, গৌতম পালের আমলে বাতিল)। পর্ষদ আবার তা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।এদিকে ওএম কেলেঙ্কারি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রক্ষাবকচ পেয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল ও ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকার। মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের গ্রেফতার করা যাবে না। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়ে জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। গতকাল, শুক্রবার তাঁদের রক্ষাকবচ দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

রহড়ায় 'জ্যোতিপ্রিয়-ঘনিষ্ঠ'

তাপস বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দিল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতি মামলায় আবারও সক্রিয় ইডি। শনিবার নানা জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালালেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। এ বার উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের রহড়াতেও হানা দিলেন তাঁরা। ইডি সূত্রে খবর, রহড়ার বাসিন্দা তাপস বিশ্বাসের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে।শুক্রবার সকালে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য ইডির দফতর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বার করা হয় জ্যোতিপ্রিয়কে। সেখানে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে ইডি হেফাজতে থাকা মন্ত্রী আবারও বলেন, 'আমি চক্রান্তের শিকার। বিজেপি আমায় ফাঁসিয়েছে। মমতাদি-অভিষেক সব জানে।' তিনি দলের সঙ্গে রয়েছেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, 'আমি দলের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকব।' খুব তাড়াতাড়ি তিনি ছাড়া পাবেন বলেও দাবি করেছেন জ্যোতিপ্রিয়। প্রসঙ্গত, গ্রেফতার হওয়ার পরেও জ্যোতিপ্রিয় দাবি করেছিলেন যে, বিজেপি এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে ফাঁসিয়েছেন। সেই অভিযোগ গ্রেফতারির এক সপ্তাহ পরেও বহাল রেখেছেন মন্ত্রী।এই মামলায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় (রাজ্য-রাজনীতিতে যিনি বালু বলেই বেশি পরিচিত)।ইডির একটি সূত্রের দাবি, তাপস বালুর 'ঘনিষ্ঠ' বলেই পরিচিত। শনিবার বিকেলে তাঁর বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। পরিবার সূত্রেও খবর, বাড়ির আলমারি নানা ফাইল বার করে দেখছেন ইডি আধিকারিকেরা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যও।শনিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার নানা প্রান্তে অভিযান চালিয়েছে ইডি। সকালে কালুপুরের রাধাকৃষ্ণ আটাকল এবং রাধাকৃষ্ণ চালকলে যান তদন্তকারীরা। জানা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট চালকল এবং আটাকলের মালিক মন্টু সাহা এবং কালীদাস সাহা। তাঁদের বাড়িতেও গিয়েছে ইডি। বনগাঁ ছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত এবং নদিয়ার রানাঘাটেও ইডির পৃথক দল গিয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে খবর। কী ভাবে রেশনের আটা বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে খোলা বাজারে চলে যেত, এ নিয়ে তথ্য পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ইডির একটি সূত্র জানাচ্ছে, কালীদাস সাহা বা মন্টু সাহার মতো আটা এবং চালকলের মালিকদের সঙ্গে রেশনকাণ্ডের যোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ওই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা অধুনা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কোনও যোগাযোগ ছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইডি সূত্রে খবর, রাধাকৃষ্ণ আটাকলের বিভিন্ন নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মালিকদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, বাকিবুর রহমানের গ্রেফতারির পর রেশন 'দুর্নীতি' কাণ্ডে নাম জড়ায় তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা তথা মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়ের। গত সপ্তাহে তাঁর সল্টলেকের বাড়িতে যান ইডির আধিকারিকরা। টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয় মন্ত্রীকে। যদিও এই গোটা ঘটনার পিছনে বিজেপির রাজনীতি রয়েছে বলে দাবি করেন ধৃত মন্ত্রী। তিনি আঙুল তোলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দিকেও।

মেরুন ডায়েরির বিস্তারিত তথ্য

চাইল ইডি, ফের মন্ত্রীর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ককে তলব

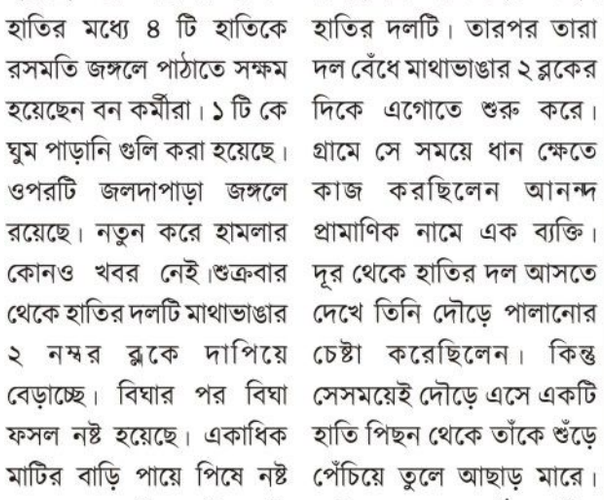

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত মন্ত্রীর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক অভিজিত দাসের হাওড়ার ব্যাঁটরার বাড়ি থেকে গত ২৬ অক্টোবর 'বালুদা' নামাঙ্কিত একটি মেরুন ডায়েরি বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। গত পাঁচদিনে ধরে সিজিওতে দফায় দফায় অভিজিতেক জেরাও করেন তদন্তকারীরা।প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে গত ১৩ অক্টোবর চালকল মালিক বাকিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে ইডি। সেই সময় জ্যোতিপ্রিয় দাবি করেছিলেন, 'আমি বাকিবুরকে চিনি না। বাকিবুরকে আমি কোনওদিনই দেখিনি। সব বাজে কথা বলা হচ্ছে।' সূত্রের খবর, মন্ত্রীর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক অভিজিতই গোয়েন্দাদের জানান যে বাকিবুর রহমানের সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের।সূত্রের খবর, জেরায় পাওয়া গিয়েছে আরও একাধিক তথ্য। এবার মেরুন ডায়েরির বিস্তারিত নথি চাওয়া হল অভিজিতের কাছে। ইডি সূত্রের খবর, 'বালুদা' নামাঙ্কিত ওই মেরুন ডায়েরির ছত্রে ছত্রে হিসেব! অধিকাংশই লাখে। রয়েছে একাধিক ব্যক্তির নাম ও ফোন নম্বরও। বেশ কিছু কোম্পানির নামও রয়েছে ওই ডায়েরিতে। এই সংক্রান্ত বিষয়েই আগামী সোমবার যাবতীয় নথি নিয়ে অভিজিতেক সিজিওতে তলব করা হয়েছে।

গত ২৬ অক্টোবর ম্যারাথন জেরা শেষে গভীর রাতে সল্টলেকের বাড়ি থেকে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করেছিল ইডি। পরের দিন ইডির আইনজীবী মোবাইলের গ্যালারি থেকে একটি মেরুন ডায়েরির ছবি দেখিয়ে আদালতে দাবি করেছিলেন, ওই ডায়েরির ছত্রে ছত্রে রয়েছে রেশন দুর্নীতির চমকে দেওয়া একাধিক তথ্য।জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ে ও স্ত্রীর নামে থাকা তিনটি কোম্পানির বিষয়েও ডায়েরি থেকে বেশ কিছু তথ্য মিলেছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর। ২০১১ সালে পালাবদলের সময় থেকেই মন্ত্রিসভায় রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। ছিলেন খাদ্য দফতরে। সেই সময় থেকেই তাঁর আপ্ত সহায়ক হন অভিজিত দাস।

বালিগঞ্জে ছিঁড়ল ওভারহেডের তার,

দিনের ব্যস্ত সময়ে নাকাল নিত্যযাত্রীরা

কলকাতা, ৪ নভেম্বর: নিউজ সারাদিন : দিনের ব্যস্ত সময়ে বিপত্তি । ওভারহেডের তার ছিঁড়ে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় বিঘ্নিত হল ট্রেন চলাচল ।মাসের প্রথম শনিবার আজ । এ দিন সরকারি অফিস ছুটি থাকলেও ট্রেনে এত ভিড় যে পা রাখার জায়গা নেই । কারণ বিভিন্ন কাজে জেলা থেকে লক্ষাধিক মানুষ রোজ কলকাতায় আসেন । আর তাঁদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা লোকাল ট্রেন । নিত্যদিনের মতো সেরকমই আজ সকালে কাজে বেরিয়ে নাকাল হন যাত্রীদের । বালিগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভও দেখাতে থাকেন অনেকে। এমনিতেই নানা কাজের জন্য হাওড়া-শিয়ালদা ডিভিশনে বর্তমানে প্রায়ই লোকাল ট্রেন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। তার মধ্যে ওভারহেডের তার ছিঁড়ে শনিবার বিপত্তি ঘটায় বিরক্ত যাত্রীরা । কর্মক্ষেত্রে ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারায় রেলের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা ।শনিবার সকাল ৮.৫০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা ঘটে । সকাল সকাল বালিগঞ্জ স্টেশনে ওভারহেডের তার ছিঁড়ে যায় । এর জেরে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হয় নিত্যযাত্রীদের । আধঘণ্টারও বেশি সময় বন্ধ রইল শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও দেরিতে চলছে ট্রেন ।জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে বালিগঞ্জ স্টেশনে যে লাইন দিয়ে মালগাড়ি যাতায়াত করে, সেই ওভারহেডের তার ছিঁড়ে যায় । আর সেই তারই ঠিক করতে গিয়ে বাকি লাইনগুলোরও বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় । ফলে সমস্ত ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে । সকাল ৮.৫০ মিনিট নাগাদ বজবজ, সোনারপুর, ক্যানিং-সহ শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় । ওডারহেডের তার মেরামত করে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন রেলকর্মীরা । তার জন্য বেশ খানিকটা সময় লেগে যায় । রেলের তরফে খবর, সকাল ৯টা ২৫ মিনিট নাগাদ আবারও ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে । তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি । অর্থাত লোকাল ট্রেনগুলি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরি করে চলছে । আর তাতেই ক্ষুব্ধ যাত্রীরা ।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে । সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে ।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভুয়ো সংস্থার ডিরেক্টর প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বালু কন্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতির টাকাকে বৈধ করার জন্য ভুয়ো কোম্পানি খোলা হয়েছিল। তেমনই কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন এই দুর্নীতি কাণ্ডে ইডি হেফাজতে থাকা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। তাই তিনিও রয়েছেন ইডির রেডারে। সেই সূত্রেই কোম্পানির ডিরেক্টর প্রসঙ্গে মুখ খুললেন প্রিয়দর্শিনী। বনমন্ত্রীর কন্যার অ্যাকাউন্টে তিন কোটি টাকা নগদ জমা পড়েছিল বলে দাবি করেছে তদন্তকারী সংস্থা। এই টাকা কোথা থেকে এল? প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। প্রিয়দর্শিনী যেহেতু কলেজে পড়ান। তাই টিউশন পড়িয়ে তিনি আয় করতেই পারেন। বিরোধীরা বলছে, পড়িয়ে তিন কোটি আয় করা কঠিন। তবে কোথা থেকে এল এই টাকা? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় কন্যা।

তিনি বলেন, 'কোন এইট পাশ লোক এই কথা বলেছে আমি জানি না। আমি আবাক! আমার কৃষি জমি, সম্পত্তি থেকে আয় হয়। কখনও বেশ আসে কখনও আবার আসে না। সেটাকেই বেআইনি হিসাবে দেখাতে চাইছে। আমার সব হিসাব রয়েছে। আমি আয়করও দিয়েছি। সেকারণে আমি বিচলিত নই।'এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, 'আমি কোনও সংস্থার ডিরেক্টর ছিলাম না একথা বলব না। কিন্তু আমার বাবা কেউকেটা বলে আমাকে যদি চেপে ধরা হয় তবে এই তদন্ত অন্তহীন হবে। এক সময় আমি কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলাম। কিন্তু সেই কোম্পানি আমার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার কোনও আর্থিক লাভ হয়নি। যারা শেষ অবধি ছিলেন তাঁরাই এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারবেন।'

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

শিশিরের সম্পত্তির হলফনামায় বিস্তর অসঙ্গতি, ইডি তদন্তের দাবি কুণালের

আসামীর কোনও প্রশ্নের জবাব আমি দিতে চাই না।

কুণাল কাগজ হাতে নিয়ে আরও জানান, শিশির অধিকারী ২০১৪ সালে আবার হিসেব দিলেন, সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটি ৯৪ টাকা হয়েছে। কেমন করে সেই পরিমাণ ৯ কোটি টাকা কমে গেল, প্রশ্ন কুণালের। তিনি বলেন, এই প্রশ্নের জবাব দলবদলু শিশিরবাবুকে দিতে হবে। আজকে শিশিরবাবুর হলফনামার হিসাব দিলাম। আগামিদিনে অধিকারী পরিবারের বাকি সদস্যদের কীর্তিকলাপ ফাঁস করা হবে।

তৃণমূল নেতা বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী, ইডি এবং সিবিআই কর্তাকে চিঠি দিয়ে জানাব, শিশিরবাবুর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হবে। গোটা অধিকারী পরিবারকে তদন্তের আওতায় আনতে হবে। তাঁর অভিযোগ, শিশিরবাবুর ছেলে চোর। তিনি সারদা এবং নারদ কাণ্ডে সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম থাকা অভিযুক্ত। ইডি, সিবিআইয়ের হাত থেকে বাঁচতে তিনি বিজেপিতে গিয়েছেন।

শুক্রবারই কুণাল ঘোষ জানিয়েছিলেন, তিনি শনিবার অধিকারী পরিবারের নানা অনিয়ম এবং কারচুপি ফাঁস করেবন। সেইমতো কুণাল এদিন ক্যামাক স্ট্রিটে বসে সাংবাদিক বৈঠক করেন। তাঁর দাবি, অবিলম্বে ইডি, সিবিআইকে এই বিষয়ে তদন্ত করতে হবে। কুণাল জানান, ইউপিএ জমানায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কাছে সাংসদদের প্রতি বছরের আয়ের হিসেব দিতে হত। আমি সেই কাগজ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়া এডিআরের থেকেও তথ্য নেওয়া হয়েছে।

২ পাতার পর

ভুয়ো সংস্থার ডিরেক্টর প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বালু কন্যা

ইডির দাবি, ভুয়ো সংস্থায় রেশন দুর্নীতির আট কোটি টাকা নগদে জমা পড়ে। সেই প্রশ্নে আশুতোষ কলেজের মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপিকা প্রিয়দর্শিনী বলেন, 'আমার সময় সেই টাকা জমা পড়েনি। আমার আগে যিনি কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন, তাঁর সময় এই টাকা জমে পড়েছে। কোনও কোম্পানি ভুয়ো বলে শুরু হয় না। কেউ যেচে ভুয়ো কোম্পানির ডিরেক্টর হয় না। একাধিক ব্যবসায় জন্য এই কোম্পানি খোলা হয়েছিল। কোম্পানির ভবিষ্যত তখনও অজানা। কোম্পানির কার্যক্রম আমার কাছে পরিষ্কার ছিল বলে আমি যোগ দিয়েছিলাম।' প্রশ্ন হল, আগে যিনি ছিলেন, তিনি কে? কার দিকে করলেন প্রিয়দর্শিনী? এই নিয়ে আর কিছু খোলসা করেননি তিনি।

আমরা জানি মমতার কিছুই অজানা নয়', জ্যোতিপ্রিয়র বক্তব্য নিয়ে খোঁচা অমিত মালব্যর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতাদি সব জানেন', রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের এই বক্তব্য নিয়ে শুরু জোর কাটাছেঁড়া। X হ্যান্ডলে তুঙ্গে শাসক-বিরোধী তরজা। ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করেছে বিজেপি, এমনই অভিযোগে সরব তৃণমূল। বিজেপি নেতার টুইটের পালটা জবাব দিয়েছে তৃণমূল। X হ্যান্ডলে মালব্যকে খোঁচা দেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। তিনি লেখেন, 'মালব্য মহাশয় আমরা সকলেই জানি তদন্ত আসলে কিছুই নয়, বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। শক্তির অপব্যবহারের ফল দুর্নীতিগ্রস্ত দল ২০২৪ সালেই পাবে। তবে দয়া করে আপনার বয়ান অন্যের মুখে বসাবেন না। তিনি (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক) কী বলেছেন, 'এটা বিজেপির ষড়যন্ত্র, যা দিদি জানেন।' আপনারা তাঁর বক্তব্য অর্ধেক শুনেছেন, যা শুনতে আপনারা অভ্যস্ত।' শুক্রবার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে আলিপুর কম্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সিজিও থেকে বেরনোর সময় মুখ খোলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বিজেপির ষড়যন্ত্রে তিনি ইডি হেফাজতে বলে দাবি করেন। তিনি যে নির্দোষ, তা মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন বলেও দাবি করেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর এই মন্তব্যের একাংশ X হ্যান্ডলে উল্লেখ করেন বিজেপির মিডিয়া সেলের ইনচার্জ অমিত মালব্য। তিনি দাবি করেন, 'রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। তিনি বারবার বলেছেন, 'মমতাদি সব জানে'। তিনি মমতার উত্তরসূরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নামও বলেছেন। কুণাল ঘোষ যখন গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনিও একই নাম বলেছিলেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও আমরা জানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অজানা কিছুই নয়। মমতা যা ভাবছেন তাঁর আগেই মমতার বাড়ির দোরগোড়াতেও পৌঁছবে তদন্তের আঁচ।'

বিজেপি বিধায়ক গোবর্ধন শর্মার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

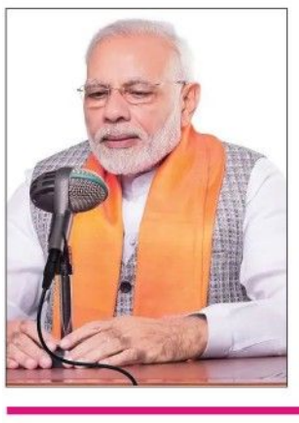

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার মহারাষ্ট্রের আকোলা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গোবর্ধন শর্মার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। বিধায়ক শর্মা, যিনি ক্যান্সারের সাথে লড়াই করছিলেন, শুক্রবার ৭৪বছর বয়সে আকোলায় মারা যান। সমাজ সেবায় তাঁর অসামান্য প্রচেষ্টার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি একজন প্রভাবী বিধায়ক হিসেবে নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন যিনি সর্বদা জনকল্যাণমূলক বিষয় তুলে ধরেন। তার পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি। "প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক্স মাধ্যমে এক পোস্টে লিখেছে, "মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিধায়ক গোবর্ধন শর্মাজির মৃত্যুতে শোকাহত।

হেলমেট কোথায়?' খাকি উর্দির অফিসারকে রাস্তাতেই ধরল পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হেলমেট না পরেই মোটর সাইকেল চালানোর সময় বর্ধমানে ট্রাফিক পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন রেল সুরক্ষা বাহিনী আরপিএফের এক কর্মী। পরনে ইউনিফর্ম থাকলেও ছিল না মাথার হেলমেট। শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেটে তাঁকে আটক করে ট্রাফিক পুলিশ।ট্রাফিক পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুই চাকার গাড়িতে সকলের জন্য হেলমেট আবশ্যিক। গাড়ি চালানোর সময় কোনও লেন লঙ্ঘন করা যাবেনা। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো একেবারেই নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত গতিবেগে গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ। কোনও ট্রাফিক সংকেত অমান্য করা যাবে না। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল বা ইয়ারফোনে কথা বলা একেবারেই নিষিদ্ধ। চারচাকা গাড়ি চালানোর সময় সিটবেল্ট পরা একান্তই আবশ্যক। কোনও আনুমদিত পার্কিং ছাড়া গাড়ি যেখানে সেখানে পার্ক করা যাবে না।

বাইকে ট্রিপল রাইডিং করা যাবেনা। বাস চালানোর সময় কোনও এয়ার হর্ন ব্যবহার করা যাবে না। বৈধ নম্বর প্লেট এবং বৈধ কাগজপত্র ছাড়া কোনও যানবাহন চলাচল করবে না। বর্ধমান শহরের ভেতরে জি টি রোডের ওপরে কোনও টোটো এবং ভ্যানো জাতীয় গাড়ি চলাচল করবে না। টোটো চালানোর সময় অবশ্যই রেয়ার ভিউ মিরর থাকতে হবে।

শুক্রবার বর্ধমানে পুলিশ বাসিন্দাদের সচেতন করতে পথে নেমেছিল। মাইকে প্রচার চালানোর পাশাপাশি বাসিন্দাদের সচেতন করে তাদের হাতে লিফলেট ধরায় পুলিশ। ট্রাফিক আইন মেনে চলার পরামর্শ দেয়। এই কাজ চলাকালীন ওই আরপিএফ কর্মীকে আটকায় পুলিশ। তাঁকেও মেলমেট পরার অনুরোধ করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কালী পুজোর আগেই পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সাধারণ মানুষ কে সচেতন করতে উদ্যোগ নিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। শহরের মধ্যে দিয়ে চার চাকা, দু চাকা, টোটো, মোটর ভ্যান, রিকশা প্রভৃতি যানবাহন চলাচলের ওপর একাধিক নিয়মাবলী জারি করেছে পুলিশ প্রশাসন। এই সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও নির্দেশ জারি করা হয়েছে।শুক্রবার এই বিষয়ে শহরের বীরহাটা ও গোলাপবাগ ট্রাফিক পোস্টের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে সচেতন ও সতর্ক করতে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো হয়। এদিন রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় নিয়মভঙ্গকারী বহু যাত্রী কে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্ক করে তাদের হাতে নিয়মাবলী লেখা লিফলেট ধরিয়ে দেওয়া হয়। একই সাথে মাইকিং করেও প্রচার চালায় পুলিশ।

আদালতের রায়ে আইনের কোনও ফাঁকফোকর ধরা পড়লে সেটা শুধরে দিতে পারে সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালতের রায়ে আইনের কোনও ফাঁকফোকর ধরা পড়লে সেটা শুধরে দিতে পারে সরকার। কিন্তু কোনওভাবেই আইন এনে আদালতের রায় বদলে দিতে পারে না। বা বাতিল করে দিতে পারে না। সাফ জানিয়ে দিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়।বিচারবিভাগ এবং প্রশাসন। ভারতীয় গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভ। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলেন, এই দুই স্তম্ভের মধ্যে কোথাও একটা সুক্ষ্ম বিরোধ আছে। অনেক সময়ই দেখা যায় প্রশাসন বিচারবিভাগকে ছাপিয়ে 'স্বেচ্ছাচারিতা'র চেষ্টা করে। আবার বিচারবিভাগ সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেও ক্ষমতাবলে তা বদলের চেষ্টা করে সরকার। সেটা নিয়েই এবার সরব হলে প্রধান বিচারপতি।বা সমাজ এটাকে কীভাবে নেবে। একটা নির্বাচিত সরকার এবং বিচারবিভাগের মধ্যে এটাই মূল পার্থক্য। বিচারপতি চন্দ্রচুড় বলছেন, 'একজন জনপ্রতিনিধি কী করতে পারেন, আর কী করতে পারে না, সেটার একটা সীমাবদ্ধতা আছে।'

প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, 'যদি কোনও রায় নির্দিষ্ট আইনের সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দেয়। আইনে কোথায় ফাঁক আছে সেটা দেখিয়ে দেয়, সেই আইন সংশোধন করার জন্য উদ্যোগ নিতে পারে সরকার। কিন্তু কোনও বিচারপতি যদি কোনও রায় দেন, আইন এনে সেই রায় বদলে দেওয়ার বা বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের নেই।' এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে প্রধান বিচারপতি এই মন্তব্য করলেন যখন একাধিক ইস্যুতে দেশের বিচারবিভাগ এবং নির্বাচিত সরকারের মতবিরোধ প্রকাশ্যে চলে এসেছে। এমনকী আইন এনে আদালতের রায় বাতিল করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল দিল্লির আমলা বিল। সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির আমলাদের নিয়ন্ত্রণ নির্বাচিত সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার পরই আইন এনে সেই রায় বদলে দিয়েছে কেন্দ্র।

মুখ্যমন্ত্রী হতে চান? মুখ খুললেন সিন্ধিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মুখ ছাড়া লড়ছে বিজেপি। নির্বাচনে জিতলে, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে বলে দলের অন্দরে খবর। এ নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দল জিতলেও তিনি যে মুখ্যমন্ত্রীর দৌঁড়ে নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

সমাজের উন্নয়নের কংগ্রেস কোনও মাথাব্যথা নেই বলেও অভিযোগ করেন। এবারের মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সমাজবাদী পার্টি। আসন রফা করতে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনাও চালান এসপি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। কিন্তু পরে ভেস্তে যায় আসন রফা নিয়ে আলোচনা। একলা চলো নীতি নেয় সমাজবাদী পার্টি।

জোট ভেস্তে যাওয়া নিয়ে কংগ্রেসকে দায়ি করেছিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো। এ ব্যাপারে অখিলেশকে বিদ্রুপ করতে দেখা গিয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কমলনাথকে। এ নিয়েও অখিলেশকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি সিন্ধিয়া। সমাজবাদী সুপ্রিমোকে বড় নেতা বলে তির্যক মন্তব্য করেন। সেই সঙ্গে বড় নেতাদের সম্মান জানানো উচিত বলেও জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।একটি সর্বভারতীয় সাংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন যে ২০১৮ সালে কংগ্রেস সরকার গঠনের সময় তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু সেই সময় কুর্শির দৌঁড় থেকে সরে এসেছিলেন তিনি। এরপর বিজেপিতে যোগদান করেন। এবারের ভোটে বিজেপি জিতলে তাঁর যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই, তা স্পষ্ট করে দেন।কেন্দ্রীয় অসামপিক বিমান চলাচল মন্ত্রী বলেন, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন। আর এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে কাজ করে যেতে চান। সাক্ষাতকারে প্রাক্তন দল কংগ্রেসকে নিশানা করতেও ছাড়েননি জ্যোতিরাদিত্য। কংগ্রেসের জাতপাতের রাজনীতির নিন্দা করে সরব হন তিনি।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩০০ সংখ্যা ০৫ নভেম্বর, ২০২৩ রবিবার ১৮ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বিপুল টাকা তুলেও শেষরক্ষা হল না 'সিআইডি' অফিসারের

মহেশতলায় নিজেকে সিআইডি অফিসার পরিচয় দিয়ে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল এক ব্যক্তি। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। লালবাজার-সহ বিভিন্ন জায়গায় একাধিক ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তুলে এখন গ্রেফতার এক ব্যক্তি। ডাকঘর থেকে ওই প্রতারককে গ্রেফতার করে মহেশতলা থানার পুলিস।

মহেশতলা ডাকঘরের বাসিন্দা নুর আলম মোল্লা নামে এক যুবক বলেন, ওই লোকটা বলেছিল ডিএসপির গাড়ি চালানোর লোক লাগবে। আর একজন থানার গাড়ি চালানোর ড্রাইভার লাগবে। উনি বললেন ২৭০০ টাকা করে দিতে হবে। আমরা ২০০০ টাকা দিয়েছিলাম। একদিন পরেই বলে তোমাদের মাইনে একটু বাড়িয়ে দেব আরও ২০০০ টাকা দিতে হবে। বলেছিল ২৫ হাজার টাকা মাইনে করে দেবে। তারপর আজ না কাল বলে জোলাচ্ছে। আমার হাত দিয়ে ৩ জনের টাকা ওদের দেওয়া হয়েছে। মোট ১২ হাজার টাকা। আমাকে বলেছিল লালবাজারে ডিএসপির গাড়ি চালানোর চাকরি দেওয়া হবে। উনি বলেছিলেন সিআইডি ডিপার্টমেন্টে চাকরি দেওয়া হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার ২২ নম্বর ওয়ার্ড, ২৯ নম্বর ওয়ার্ড-সহ একাধিক জায়গায় প্রায় পাঁচ জনকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে অভিযুক্ত। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকা নেয় বলে অভিযোগ। প্রতারিতদের অভিযোগ, চাকরি পাওয়ার আগেই তাদের থেকে টাকা চাওয়া হয় এবং তাদের প্রত্যেককেই আশ্বাস দেওয়া হয় তারা ২০-২৫ হাজার টাকা মাসিক বেতন পাবে। যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে অভিযুক্ত ।টাকা দেওয়ার পরও চাকরি না পেয়ে হতাস হয়ে পড়ে প্রতারিতরা। এরপরই মহেশতলা থানার পুলিস তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে মহেশতলার ডাকঘর থেকে গ্রেফতার করে। পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ঠাকুরপুকুর থানা এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতো এবং তার মামার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার রসপুঞ্জ এলাকাতে। মামার বাড়িতেই বড় হয়েছে অভিযুক্ত। অভিযুক্তের কাছ থেকে ৫৬০০ টাকা সহ একাধিক নামে ভুয়ো সিআইডির কার্ড উদ্ধার করেছে পুলিস। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে আলিপুর আদালতে পেশ করে পুলিস। পাঁচজনকে চাকরির আশ্বাস দেওয়ার কথা স্বীকার করে নেয় অভিযুক্ত ।তাপস মাকাল নামে এক ব্যক্তি বলেন, টাটা মোটরসে কাজ করতাম। সেই কাজ নেই। আমার কয়েকজন পরিচিতকে কাজের কথা বলেছিলাম। একজন বলল সিআইডিতে কাজ করে এমন একজনের সঙ্গে তার পরিচয় রয়েছে। সেই কথা শুনে ওর সঙ্গে দেখা করি। উনি এসে বলেন, আমরা একটা চাকরির ব্যবস্থা তিনি করেছেন। আপাতত তাঁকে ২৬০০ টাকা দিতে হবে। আমি প্রশ্ন করলাম আমার সঙ্গে যোগাযোগ হল না। কীভাবে চাকরি হতে পারে? উনি বললেন ওভাবে হয় না। আপনাকে আগে টাকা দিতে হবে। বলেছিল লালবাজারের মেকানিক ডিপার্টমেন্ট চাকরি দেবে। সব শুনে বললাম আমি যে টাকা দেবে তার একটা রসিদ দিন। আমাকে বলেছিল ১৫ হাজার টাকা মাইনের চাকরি দেওয়া হবে। এরকম ৪-৫ জনের সঙ্গে টাকা নিয়েছে।

জাতগণনা নিয়ে সুর নরম শাহের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতভিত্তিক গণনা নিয়ে কিছুটা হলেও সুর নরম করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জাতগণনার বিষয়টি নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব প্রথম থেকেই অনীহা দেখিয়ে এসেছেন বলে অভিযোগ বিরোধী দলগুলির। এই বিষয়টির সরাসরি বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও। এমনকি মোদী নিজে কিছু দিন আগে পর্যন্ত অভিযোগ করেছিলেন যে, "বিরোধীরা জাতের নামে দেশকে ভাগ করতে চায় ।আজ ছত্তীসগঢ়ের রায়পুরে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল অমিত শাহকে। তিনি সেখানেই সাংবাদিকদের বলেছেন, "আমরা একটি জাতীয় দল আর আমরা কখনও ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিকে আশকারা দিই না। বিস্তারিত আলোচনার পরেই আমরা বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। তবে এই জাতগণনাকে হাতিয়ার করে নির্বাচনে জেতা উচিত কাজ হবে না। বিজেপি কখনওই এর বিরোধিতা করেনি। তবে এনিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে অনেক ভাবনা-চিন্তা প্রয়োজন। ঠিক সময়ে আমরা নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আনব।" জাতের ভিত্তিতে এ ভাবে বিভাজন করা আসলে পাপ।" তবে এ বার খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁরা কোনও দিনই জাতগণনার বিরোধিতা করেননি। সরকার এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। কিছু সিদ্ধান্ত হলে তা বিস্তারিত আলোচনা করেই নেওয়া হবে ।মাস খানেক আগে বিহার সরকার জাতভিত্তিক গণনার রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। যার বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছে বিজেপির বেশির ভাগ নেতাদের। তবে আপনা দল, সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি, নিশাদ পার্টি, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা সেকুলার-এর মতো বিজেপিরই বেশ কয়েকটি শরিক দল জাত ভিত্তিক গণনার পক্ষে সওয়াল করছে। জাতগণনার পক্ষে সওয়াল করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও। এক দিকে, রাজস্থানের মতো কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যে যখন ফের ক্ষমতায় ফিরলে জাতগণনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তেমনই আসন্ন বিধানসভা ভোট রয়েছে এমন বাকি রাজ্যগুলিতেও জাতগণনার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস। বিহারে সম্প্রতি বিজেপি নেতাদের একাংশও জাতগণনার রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

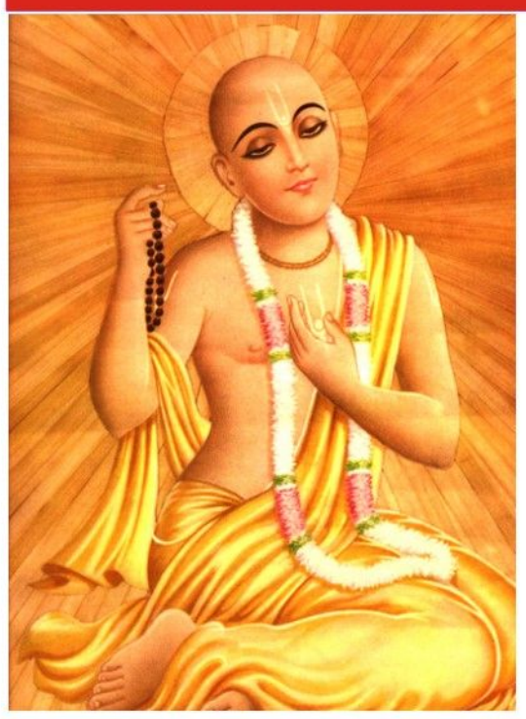

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এইরকম সিদ্ধান্তে আসার পিছনে বেশ কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। লিপিবদ্ধকরণসমূহ তথ্য থেকে দুটি চাঞ্চল্যকর বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে। এক, বিভিন্ন শব্দ বিকৃত করে বলার প্রবণতা। দুই, বিভিন্ন পাড়া এমনকি গ্রামের নাম বিকৃত করে বলার প্রবণতা। বেশকিছু শব্দ যা এখনও মায়াপুর, বামুনপুকুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তৃণমূল স্তরে গিয়ে কথাবার্তা **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জীবনে চলার পথে খুঁজে পেয়েছিলাম তাকে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

করতে মায়ের মুখের মধ্যে আমার মুখ ভেসে ওঠে দেখতেই সেই মুহূর্তে আমাকে ফোন করেছিল, তখন আমি অলরেডি স্টোকের মধ্যে মৃত্যুবরণের কষ্টে উপলব্ধি করছি। উনি জানতে পেরে সাথে সাথে তুলে নিয়ে গিয়ে মায়ের ফুল বেল পাতা দিয়ে আমাকে সেবা করে ,এর পরে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায় সেখানে চিকিৎসা করে আমি বেঁচে যাই। মা যে কখন কিভাবে কাকে বাঁচাবে ,সে কথা কেউই বলতে পারেনা। আমার চলার পথে তার সম্মুখীন হয়েছি আমি বারবার, নিজে থেকে বহু বার উপলব্ধি করেছি, যে মা আমাকে একমাত্র রক্ষা করছে।তাই আমি বলবো ঈশ্বর জীবের আত্মারূপে জীবের মধ্যে বাস করেন । তাই বলবো জীবের সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয় । মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এরা সবাই জীব । এদের সেবাও জীব সেবা । উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, তাই ব্যাপক অর্থে এরাও জীব । এদের সেবাও জীব সেবা ।

হিন্দুধর্ম ও জীবসেবা

জীবকে সেবা করার প্রেরণার পশ্চাতে রয়েছে ঈশ্বরের সর্বাত্মক অনুভূতি । ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান । উপনিষদের যুগে বলা হয়েছে, "সবং খল্বিদং ব্রহ্মঃ' - সব কিছুই ব্রহ্ম । গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'ঈশ্বরঃসর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি'-হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত। জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা । সুতরাং ঈশ্বরকে সেবা করতে হলে জীবকে সেবা করতে হবে; জীবকে ভালাবোসতে হবে ।

ঈশ্বর আত্মারূপে সব জীবের মধ্যেই আছেন, আর সেই ঈশ্বর সবার সেব্য । এই বাধে যখন জন্মে, তখন অপরের অনুভূতির সঙ্গে নিজের অনুভূতি এক হয়ে যায় । এ অবস্থায় মানুষ প্রতিটি জীবের আনন্দ বেদনাকে নিজের আনন্দ বেদনা বলে অনুভব করে । ফলে অপরের দুঃখ বেদনাকে নিজের দুঃখ বেদনার ন্যায় দূর করতে প্রয়াসী হয় । তখন সে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি নিজের জীবন পর্যন্ত পরের সেবায় উৎসর্গ করতে দ্বিধাবাধে করে না । এমন এক আদর্শ জীব সেবার দৃষ্টান্ত রয়েছে সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের কাহিনীর মধ্যে ।

সিদ্ধার্থ হল গৌতম বুদ্ধের বাল্য নাম । ছেলেবেলা থেকেই তার হৃদয় ছিল করুণায় ভরা । পশু, পাখি, মানুষ সবার দুঃখেই তার হৃদয় কেঁদে ওঠে । কারও দুঃখ কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন না ।সিদ্ধার্থ হল গৌতম বুদ্ধের বাল্য নাম । ছেলেবেলা থেকেই তার হৃদয় ছিল করুণায় ভরা । পশু, পাখি, মানুষ সবার দুঃখেই তার হৃদয় কেঁদে ওঠে । কারও দুঃখ কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন না ।

এক দিন বিকেল বেলা বালক সিদ্ধার্থ বাগানে বসে আছেন । এমন সময় হঠাৎ তার পায়ের কাছে এসে পড়ল একটি হাঁস। হাঁসটির গায়ে একটি তীর বিদ্ধ হয়ে রয়েছে । আর সে ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে । এ দৃশ্য দেখে সিদ্ধার্থের হৃদয় করুণায় ভরে গেল । তিনি সস্নেহে হাঁসটির দেহ থেকে তীরটি খুলে ফেললেন এবং গভীর সহানুভূতির সাথে হাঁসটির শুশ্রূষা করতে লাগলেন ।তখন সেখানে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলেন সিদ্ধার্থের খেলার সাথী দেবদত্ত । তিনি বললেন, "সিদ্ধার্থ, হাঁসটি আমি তীরবিদ্ধ করেছি; হাঁসটি আমার । তুমি এটি আমায় দিয়ে দাও ।"

সিদ্ধার্থ বললেন, "না দেবদত্ত, সেটি হয় না । আমি হাঁসটি তামোর হাতে দিতে পারি না ।"

দেবদত্ত বললেন-"কেন দিতে পার না ? এ হাঁসটি তা তামোর নয় । এটি বুনা হাঁস । আমি এটিকে তীরবিদ্ধ করেছি; হাঁসটি আমার । আমাকে এটি দিয়ে দাও" ।

সিদ্ধার্থ বললেন, "দেবদত্ত, তুমি এ কী বলছ ? তামোর কি সুখ দুঃখের অনুভূতি নেই ? তামোকে আঘাত করলে তুমি যেমন ব্যথা বাধে কর, এ হাঁসটিও তেমনি তামোর শরে আহত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে; এখন আমাদের উচিত এর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থা করা ।"

দেবদত্ত এবার রেগে বলে উঠলেন, "সিদ্ধার্থ, তামোকে আবার বলছি, হাঁসটি আমাকে দিয়ে দাও ।"

ধীর শান্তভাবে সিদ্ধার্থ বললেন, "দেবদত্ত, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন ? নিজের দুঃখ চিন্তা করে পরের দুঃখ বাঝোর চেষ্টা অনুভূতি আছে, আছে প্রাণের প্রতি ভালাবোসা । আর জেনে রাখ, কর । হাঁসটিরও তা তামোর আমার মত সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে, আছে প্রাণের প্রতি ভালোবাসা । জীবন নাশ করার চেয়ে জীবন রক্ষা করা অনেক বড় কাজ । সুতরাং হাঁসটি আমি তামোর হাতে মৃত্যুর মুখে দিতে পারি না; এর পরিবর্তে তুমি যা চাইবে তাই তামোকে দেব; তবু হাঁসটি আমি ছাড়ব না ।"

আহত হাঁসটি রক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধার্থের দৃঢ়সংকল্প দেখে দেবদত্ত স্তম্ভিত হলেন । জীবের প্রতি সিদ্ধার্থের করুণা তাঁর হৃদয়কেও স্পর্শ করল ।

সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে সুস্থ করে আকাশে উড়িয়ে দিলেন । এ গল্পর মধ্যেও আমি এটা বলতে চাই,যাঁর সাথে আমাদের জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক সেই পরমাত্মাকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে আমরাও কিছু না কিছু কাজ করার উদ্দেশ্যেই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। জীবজগৎ এবং জগদীশ্বর এর মধ্যে সম্পর্ক কি? গীতা জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবান তার গুহ্য রহস্য বর্ণনা করেছেন । ভগবান বলেছেন অষ্টধা প্রকৃতি এবং জীবের মিলনের কারণেই এই সৃষ্টির সমস্ত কাজ সঞ্চালিত হয়। ভগবান স্থুল অবস্থা থেকে সুক্ষ্ম অবস্থায় আসেন, তিনি সমস্ত সত্তার মধ্যেই বিরাজমান। মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ এবং তম গুণ বর্তমান । এগুলি ভগবানের থেকে সৃষ্টি হলেও ভগবান এই গুণগুলি দ্বারা প্রভাবিত হন না কিন্তু এই গুণাবলী থেকে উৎপন্ন অনুভূতিগুলোর ফলাফল তাদের পরিমাণের শতাংশ অনুযায়ী নেতিবাচক বা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আবার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই গুণগুলির মাত্রা ভিন্ন থাকার কারণে মানুষের স্বভাবও আলাদা প্রকৃতির হয় । কারোর মধ্যে সত্ত্ব গুণ তো কারোর রজঃ গুণ আবার অন্য কারোর মধ্যে তম গুণের মাত্রা অধিক থাকে । এই তিনটি গুণ সবার মধ্যেই থাকে । সত্ত্ব গুণের দ্বারা আমরা জ্ঞানপ্রাপ্ত করি রজঃ গুণের দ্বারা আমরা কর্ম সম্পাদনা করি এবং তম গুণের দ্বারা কর্মের সমাপ্তি ঘটায় । চতুর্দশ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে পড়েছি কিন্তু মানুষ, কাজ করতে ভালোবাসে, তার বুদ্ধি আছে সে কাজ করে এবং সে আরো অনেক কিছুই করতে চায় তবুও এমন একটা সময় আসে যখন সে নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করে। রাত্রিকালীন সময়ে সে সমস্ত কাজ বন্ধ করে ঘুমকে প্রাপ্ত করে। অর্থাৎ তম গুণের কারণে মানুষ বিশ্রাম চায়, তাই এই তিনটি গুণই মানুষের জীবনে আবশ্যিক। ভগবান বলেছেন এই গুণগুলি আমার মধ্যে নেই, এই গুণগুলি আমাকে আবদ্ধ করে না, এই গুণগুলি মানুষকে বাঁধে এবং তাই এই তিনটি গুণ দ্বারা তৈরি প্রকৃতি মানুষকে মুগ্ধ করে। তাই ভগবান বলেন এই যে মায়া তা আমার দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে, আমারই শক্তি সেই কারণেই মানুষ মোহিত হয়ে যায় । পরমাত্মা দ্বারা নির্মিত এই শক্তি, তাই দৈবী, অলৌকিক এবং গুণময়ী, আর সেই গুণগুলি হল সত্ত্ব, রজঃ ও তম ও এই গুণগুলির পরিমাণের শতাংশ অনুযায়ী, মিশ্রণের ফলে আলাদা আলাদা স্বভাবের মানুষ আমার সামনে আসে। ভগবান বলেন আমার মায়া, প্রভাব ও শক্তি কাটিয়ে ওঠা খুবই কঠিন। যেকোনো সময় এই শক্তি মনুষ্যকে ভ্রমিত করে দিতে পারে, অনেক বড় বড় যোগীও আমার মায়া বুঝতে সক্ষম হয়নি । চোদ্দ বছর সমাধিস্থ থাকার পরেও এক সাধু মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। অনেক লোকই প্রশ্ন করে বলেন যে আমরা গীতার অধ্যয়ন তো করি কিন্তু যখনই সংসার জীবনে প্রবেশ করি তখনই সংসারের কর্মকাণ্ডের কারণে সমস্ত কিছুই উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। আমরা জানি ক্রোধ করতে নেই, মোহিত হতে নেই, কিন্তু তবুও পুত্রে, ধনে, পদে, প্রতিষ্ঠায় আমরা মোহিত হয়ে যাই। ভগবান বলেন, হে অর্জুন! যে ভগবান তোমার রথের সারথী, তোমার সখা আর সেই তুমি নিজে নরোত্তম হয়ে, ধনুর্ধর হয়ে এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েও মায়ায় আবিষ্ট হও ? আপনি আচার্য দ্রোণের জন্য, পিতামহ ভীষ্মের জন্য মোহ এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমুন্যর জন্যেও ? তোমার হৃদয় কি ছটফট করেনি ? ঠিক এই ভাবেই সংসার আমাদের ব্যাকুল করে তোলে, আমাদের হাসায়, আমাদের কাঁদায়। এই ব্যাকুলতা আমাদের ধর্ম স্থাপনাতাকে ভগ্নোৎসাহিত করে । আত্মবিশ্বাস ভেঙে গেলেও কাজটি করা কঠিন হয় ঠিকই কিন্তু তবুও তো এই মায়ার জগত থেকে বেরিয়ে আসার উপায় আছে ভগবান ? কিছু একটা উপায় বলুন । তখন ভগবান বললেন, আমার শরণাগত হলে মানুষ এই মায়া নদী অনায়াসে পারাপার করতে পারে । আমাদের প্রোগ্রামে কোন ভুল থাকলে আমরা প্রোগ্রামারকে ডাকি। বাদকের অঙ্গুলী হেলনে আনন্দ বেদনার সুর সৃষ্টি হয় যদি বাদকের হাত চেপে ধরা ধরা হয় তাহলে সেই সুর থেমে যায়, ঠিক তেমন ভাবেই এই জগতের আনন্দ বেদনার সৃষ্টিকারী ভগবানের হাত ধরলে তার সাথে বন্ধুত্ব করে নিলে সংসারের মোহ মায়া থেকে মুক্তি লাভ করা যায় । তাই ভগবান এই মায়াকে বর্ণনা করেছেন "ইয়া মা সা মায়া" অর্থাৎ যা দৃশ্যমান নয় তাই দৃশ্যমান হয়। কাঁচের টুকরোর মত মায়াও চিরস্থায়ী নয় । প্রভাব ও ক্ষমতা সবই আমার, তাই এই মায়া থেকে মুক্তির একটাই উপায় তা হলো আমার শরণাপন্ন হওয়া। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন হরিণ যেমন জলের সন্ধানে ছুটে বেড়ায় মানুষও তেমন এই জগত সংসারের পিছনে ছুটে বেড়ায় কিন্তু কোন মোহমুক্তি ঘটে না কেবল পরমাত্মার শরণা গত ব্যক্তিই বুঝতে পারেন এই জগত সংসার আসলে একটা মায়া-নদী, একটা ভ্রম মাত্র। টিভিতে দেখানো ধারাবাহিকে আগুন লেগেছে এরকম দৃশ্য দেখালে শিশুরা যাতে ভয় না পায় তাই বাবা-মায়েরা বলেন যে এসবই মিথ্যা । একইভাবে মায়ার কারণে মানুষ জগৎকে বাস্তব বলে মনে করে। একটা সহজ উদাহরণ দেখুন, আমরা যেভাবে টিভির সামনে, কম্পিউটারের সামনে, মোবাইলের সামনে বসে আছি তাতে মনে হয় যে আমরা এক জায়গায় বসে আছি, কিন্তু বাস্তবে এই পৃথিবী নিজেকে প্রদক্ষিণ করছে এবং সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করছে। ভগবানও প্রদক্ষিণ করছেন আর এই প্রদক্ষিণের কারণেই আমরাও গতিশীল, কিন্তু গতিশীল হওয়া সত্ত্বেও আমরা নিজেদেরকে স্থির মনে করি, এটা মায়ার প্রভাব। তাই এই মায়া থেকে বের হতে হলে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, কিন্তু মানুষ নানা রকমের হয়। হে অর্জুন! কেউ কেউ আমার আশ্রয়ে আসে কিন্তু কেউ কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। এ ধরনের লোকদের বর্ণনা করে পরের শ্লোকে ভগবান তাদের অপবিত্র কর্মের অধিকারী বলেছেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

সৌরভের জন্য এখনও বিয়ে করেননি যে নায়িকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের তারকাদের সঙ্গে ক্রিকেটারদের প্রেমের সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। বহু ক্রিকেটার ব্যক্তিজীবনে নায়িকাদের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়েছে। তবে সব সম্পর্কের শেষটা যে মধুর ছিল, এমনও কিন্তু নয়।

কিছু ভালোবাসা শেষ হয়েছে একতরফা ভাবেই। যার বড় উদাহরণ ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলী ও অভিনেত্রী নাগমার প্রেম কাহিনী। বয়স ৫০ ছুঁতে চললেও সৌরভকে ভালোবেসে এখন পর্যন্ত অবিবাহিতই থেকে গেছেন যিনি।

একসময় ক্রিকেটের দুনিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র হওয়ার পাশাপাশি সৌরভ গাঙ্গুলী অনেক তরুণীর স্বপ্নের রাজকুমার ছিলেন। শোনা যায়, ৯০ এর দশকের নায়িকা নাগমা সৌরভের প্রেমে হাবুডুবু খেতেন। যদিও তখন সৌরভ বিবাহিতই ছিলেন, তাই তার স্ত্রী ডোনাকে ছেড়ে তিনি আর এই অভিনেত্রীর ভালোবাসার জালে পা দেননি।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক এই অধিনায়ক ২০০১ সালে নাগমার সাথে সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়ে ছিল। এমনকি অন্ধ্রপ্রদেশের একটি মন্দিরে নাকি গোপনে দুজনের গাঁটছড়া বাঁধার কথাও ছিল, যা তারা অস্বীকার করে। এরপরে দু'জন আলাদা হয়ে যান। ভারত সেসময় কোনো ম্যাচ হারলেও লোকেরা নাগমাকে দায়ী করত।

সৌরভর জন্য এখনও বিয়ে করেননি যে নায়িকা ২০০৯ সালে একটি সংবাদ সম্মেলনে সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়ে নাগমা প্রথম মুখ খুলেছিলেন। যেখানে তিনি সৌরভের নাম না নিয়ে বলেন, 'জীবনের ফেলে আসা সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা তিনি কখনো ভুলতে পারবেন না।'

নাগমা অবশ্য স্বীকার করেছেন, সম্পর্ক সত্যি হলে সেটা ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না। এজন্য কেউ তার পরিবারের সঙ্গেও লড়াই করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কোথাও লড়াইয়ের জায়গা ছিল না।

নাগমা কখনও সৌরভের নাম না নিলেও নেটিজেনদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি তিনি কার সম্পর্কে বলেছেন। অবশ্য সৌরভকে এই বিষয়ে কখনো মুখ খুলতে দেখা যায়নি। তবে ২০২০ সালে নাগমা টুইটারে সৌরভকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। যে টুইটে দুই তারকার সম্পর্ক নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হয়েছিল।

সম্মতি দিয়েছে দুই পরিবার, বিয়ে করছেন তারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা প্রভাস ও আনুষ্কা বিয়ে করছেন। এতদিন ভক্তরা চেয়েছিলেন প্রভাস ও আনুষ্কা বিয়ে করুক। পরিবারের তরফ থেকে কোনো সাড়া মিলছিল না। এবার নাকি দুই তারকার পরিবারও চাইছে, বিয়ে হোক প্রভাস-আনুষ্কা শেট্টির।

ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, দুই পরিবার নাকি সম্মতিও দিয়েছে তাঁদের। তারা বুঝতে পেরেছে, দুই তারকা একসঙ্গে থাকলে সুখী হবেন। এবং জোড়ি হিসেবে নায়িকার পাশে নাকি 'সালার'-খ্যাত প্রভাসকেই মানায়।

২০০৯ সালে 'বিল্লা' ছবিতেই প্রথম একসঙ্গে কাজ করেন প্রভাস ও আনুষ্কা। তার পরে একাধিক ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন দুই তারকা। তার পর 'বাহুবলী' ছবিতে তাঁদের অনবদ্য যুগলবন্দি দেখে ভক্তরা বার বার চাইছেন জুঁটি বাঁধুন প্রভাস-আনুষ্কা।

এক সাক্ষাৎকারে বিয়ে প্রসঙ্গে আনুষ্কা বলেন, 'বিয়ে নিয়ে তেমন তাড়াহুড়ো নেই। যখন হওয়ার হবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেটা হবে।' সব কিছুর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে বলেই বিশ্বাস আনুষ্কার।

এদিকে ৪০ পেরিয়ে গিয়েছেন প্রভাস। অভিনেতার মায়ের ইচ্ছে, এবার সংসারী হোন তিনি।

বলিউডে শাহরুখ উৎসব, 'ডাঙ্কি' ঝলক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রতি বছর ২ নভেম্বর মানেই বলিউডে উৎসবের আমেজ। স্বভাবসুলভ মান্নাতের সামনে জনসমুদ্র, শাহরুখের হাত মেলে দাঁড়ানো, সঙ্গে ফ্লাইং কিস। আর বিশেষ পার্টি তো আছেই। অনেকেই বলছেন, এবার বলিউডের সবচেয়ে বড় বার্থডে পার্টি হতে চলেছে এটি।

মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকা বান্দ্রায় জমকালো আয়োজনে হবে শাহরুখ খানের জন্মদিনের পার্টি। ইতোমধ্যে বলিউডের প্রায় সব অভিনেতা, অভিনেত্রী, নির্মাতা ও প্রযোজকের কাছে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়ে গেছে। এমনকি দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রি থেকেও একাধিক তারকা উপস্থিত হবেন বলে জানিয়েছে একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র।

দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাট, করন জোহর, সিদ্ধার্থ আনন্দ, রাজকুমার হিরানি, অ্যাটলি কুমারসহ ভারতীয় সিনেমার বড় বড় তারকারা থাকছেন এই পার্টিতে। বলিউড ভাইজান সালমান খানও দর্শন দেবেন।

সূত্রের দাবি, 'মহামারির কারণে কয়েকটি জন্মদিন অনেকটা চুপচাপ কাটিয়েছেন শাহরুখ। তবে এবারের জন্মদিন অনেক বিশেষ। কেননা এই বছর তিনি পরপর দুটি অলটাইম ব্লকবাস্টার হিট ছবি (পাঠান ও জাওয়ান) দিয়েছেন। তাই নিজের বিশেষ দিনটি তিনি সবার সঙ্গে উদযাপন করতে চান, যারা ভারতীয় সিনেমার প্রতিনিধিত্ব করেন।'

শাহরুখের জন্মদিনে সবচেয়ে বড় চমক থাকছে 'ডাঙ্কি' সিনেমার টিজার। জানা গেছে, ২ নভেম্বর দিনের প্রথম ভাগেই উন্মুক্ত করা হবে রাজকুমার হিরানি নির্মিত ছবিটির ঝলক। এরপর একই টিজার ভক্তদের সঙ্গে একটি ফ্যান-মিট অনুষ্ঠানে উপভোগ করবেন শাহরুখ।

'ডাঙ্কি' সিনেমায় শাহরুখের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তাপসী পান্নু, দিয়া মির্জা, বোমান ইরানি, ধর্মেন্দ্র, সতীশ শাহ প্রমুখ। এছাড়া অতিথি চরিত্রে কাজল ও ভিকি কৌশলকে দেখা যাবে। আগামী ২১ ডিসেম্বর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

রাস্তায় চা বিক্রি করছেন রজনীকান্ত, ভিডিও ভাইরাল!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এমন দৃশ্য কি কল্পনা করা যায়! রাস্তার ধারের ছোট্ট চায়ের দোকান। ক্রেতার ভিড় রয়েছে বেশ। সেখানেই শার্ট এবং হাফ-প্যান্ট পরে চা বিক্রি করছেন দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্ত। খদ্দেরদের তা পরিবেশন করতে করতে দিব্যি গল্পও করছেন সকলের সঙ্গে। হ্যাঁ এমন দৃশ্যই দেখা গেছে কেরলের ফোর্ট কোচির পাত্তলাম রোডে। খবর: দি ওয়ালের।

তবে চায়ের দোকানে যাঁকে চা বিক্রি করতে দেখা গেছে তিনি অভিনেতা রজনীকান্ত নন। যদিও খুঁটিয়ে না দেখলে সেকথা বোঝা সম্ভবই নয়। সুধাকর প্রভু নামে ওই চা বিক্রেতাকে অবিকল 'জেলার' অভিনেতার মতো দেখতে। দুজনের চেহারায় এত হুবহু মিল যে যাঁরা চেনেন না, তাঁরা প্রায়শই সুধাকরকে রজনীকান্ত বলে ভুল করেন।

সম্প্রতি নেটমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতেই নীল শার্ট এবং কালো হাফপ্যান্ট পরা সুধাকরকে দেখা গেছে। তাঁর চোখে চশমা। গালে সাদা দাড়ি। চুলের স্টাইলও অবিকল রজনীকান্তের মতো। এমনকী, ভাইরাল ভিডিওতে তাঁকে অবিকল থালাইভার স্টাইলেই লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে, হাত মেলাতে দেখা গেছে।

সুধাকরকে প্রথম আবিষ্কার করেন মালায়ালম অভিনেতা-পরিচালক নাদিরশাহ। সম্প্রতি ফোর্ট কোচি এলাকায় একটি ছবির শুটিংয়ের জন্য গিয়েছিলেন তিনি। তখনই থালাইভার 'যমজ'-এর দেখা পান। সুধাকরের ছবি নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে পোস্ট করার পর থেকেই ভাইরাল হয়ে যায় তা। আর তারপর থেকেই কেরলের বেশ কিছু ফাংশন এবং ইভেন্টে নিমন্ত্রণ পান সুধাকর।

তবে এই প্রথম নয়, রজনীকান্তের মতো হুবহু একই রকম দেখতে একজনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল পাকিস্তানে। শ্রী গাসকোরি নামে ওই ব্যক্তি পাকিস্তানের একজন সরকারি কর্মচারী। রজনীকান্ত একা নয়, বলিপাড়ার বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো একই রকম দেখতে মানুষজনের খোঁজ পাওয়া গেছে বিশ্বজুড়ে। সেই তালিকায় আলিয়া ভাট, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, দীপিকা পাড়ুকোন, ক্যাটরিনা কাইফ, টাইগার শ্রফ সহ বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের

কৌশল কিভাবে ধরে ফেলেছিলেন ধোনি?

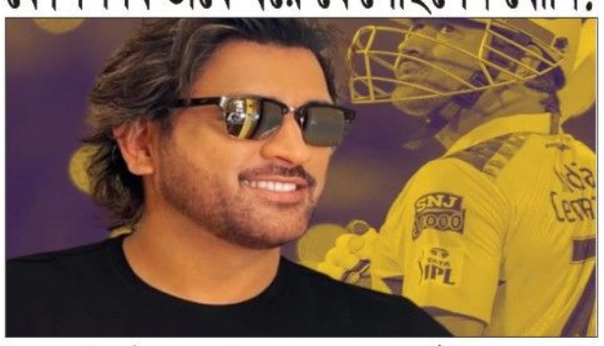

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার আগে রেলের টিকিট পরীক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাঁচির বাসিন্দা ভারতের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী রাজ্য হওয়ায় হিন্দির পাশাপাশি বাংলা ভাষাটাও কিছুটা বুঝতেন তিনি। শুধু তাই নয়, কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুরে পোস্টিং থাকায় বাংলা ভাষাটাও বলতে পারতেন তিনি। আর এই কারণেই ভারতীয় ক্রিকেট টিম যখন বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতো, তখন প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা মাঠে কী কথা করতেন তা বুঝতে ধোনির কোন অসুবিধাই হতো না। সম্প্রতি কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে অতীতের এসব স্মৃতি তুলে ধরেছেন তিনি। বাংলাদেশ নিয়ে ধোনির ৪২ মিনিটের সেই ভিডিওটি মঙ্গলবার ভাইরাল হয়েছে। চৌকস ফিল্ড প্লেসমেন্ট থেকে শুরু করে বোলিং পরিবর্তন- পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ধোনির জুড়ি মেলা ভার। বছরের পর বছর ধরে তার অনবদ্য নেতৃত্বের ক্ষমতা ভক্তদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই যে বাংলা ভাষাকে অস্ত্র করেই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কৌশল জেনে ফেলতেন তিনি। পরে অবশ্য ম্যাচ শেষে ধোনি নিজেই সেই কথা জানিয়ে দেন।

মাঠে খেলা চলাকালীন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা বাংলা ভাষাতেই কথা বলে থাকেন। আর বাংলা ভাষাটা জানার কারণে সেগুলো প্রায় সবটাই বুঝতেন ধোনি। যদিও সেগুলো তার নিজের মধ্যেই রাখতেন। পরে ম্যাচ শেষে দলের সহকর্মীদের সাথে সেই কাহিনী ভাগ করার সময় হাসিতে ফেটে পড়তেন বাকিরা। নিজের খেলোয়াড় জীবনের অতীত শেয়ার করে ওই অনুষ্ঠানে ধোনি জানিয়েছিলেন, 'আমি যখন কর্মসূত্রে খড়্গপুরে (রেলওয়ে টিকিট চেকার) ছিলাম, তখন খুব ভালো বাংলা বলতে পারতাম। কিন্তু এখন বললে অনেক ভুলভাল হয়ে যাবে। কারো কাছে কী খারাপ লাগবে। কিন্তু আমি বাংলাটা ভালো বুঝতে পারি।'

তিনি আরও বলেন 'আশেপাশে যদি কেউ বাংলা বলে সেটা আমি বুঝতেই পারি। মজার ব্যাপার হলো, আমরা তখন বাংলাদেশে খেলছিলাম। আমি সেই সময় ব্যাটিং করছিলাম বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কোন সদস্যদেরই ধারণা ছিল না যে আমি বাংলা জানি। আমার পেছন থেকে উইকেটকিপার তখন ফাস্ট বোলারকে কিছু পরামর্শ দিচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আমার আগে থেকেই আন্দাজ ছিল যে বোলার কী রকম বল করতে পারে। এরপর যখন ম্যাচ শেষ হয়, বাংলাদেশি খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল এবং আমার দিকে খেয়াল করছিল। আসলে তারা বুঝতে পেরেছিল যে আমি বাংলা বুঝতে পারি। এই ঘটনা শোনার পর উপস্থিত সকলে হাসিতে ফেটে পড়েন। ভারতের ক্রিকেট দলের অন্যতম সেরা অধিনায়ক ছিলেন এমএস ধোনি। ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ৪২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। তিনি একমাত্র ভারতীয় অধিনায়ক যিনি আইসিসির তিনটি বিশ্বকাপই (টি-২০ ওয়ার্ল্ড কাপ, একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং চ্যাম্পিয়নস ট্রফি) জয় করেছেন। বর্তমানে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)-এ অংশগ্রহণকারী চেন্নাই সুপার কিংস'এর অধিনায়কের দায়িত্বে রয়েছেন ধোনি। তার নেতৃত্বেই এই টুর্নামেন্টের পাঁচটি শিরোপা পেয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস।

ভারতের দুর্বলতা কোথায়?

জানালেন আকরাম-মিসবাহ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সেমিফাইনালে খেলা অনেকটাই নিশ্চিত করেছে স্বাগতিক ভারত। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা ভারত এখন পর্যন্ত ৬টি ম্যাচেই জিতেছে। তবুও তাদের একটি দুর্বলতার জায়গা চিহ্নিত করেছেন সাবেক দুই পাকিস্তানি ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম ও মিসবাহ-উল-হক।

তাদের মতে, উড়তে থাকা ভারত দলে দুর্বলতার নাম শ্রেয়াস আইয়ার। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলরা দারুণ ছন্দে থাকলেও তরুণ এই ব্যাটার এখনও সেভাবে জ্বলে উঠতে পারেননি। এছাড়া ভারতের ব্যাটসম্যানদের মতো বোলাররাও আছেন দারুণ ছন্দে। সব মিলিয়ে রোহিত শর্মার দলে বড় কোনো দুর্বলতা নেই বলেই অনেকে মনে করেন। পাকিস্তানের টেলিভিশন 'এ স্পোর্টস'-এর অনুষ্ঠানে সাবেক পাক অধিনায়ক মিসবাহ বলেন, 'ফিট হয়ে উঠলে হার্দিক ফিরবে। প্রথম দিন থেকেই আমার মনে হয়েছে লোকেশ রাহুলের ৫ নম্বরে ব্যাট করতে নামাটা তার জন্য একটু দেরিতে হয়ে যাচ্ছে। তার ৪ নম্বরে ব্যাট করা উচিত। হার্দিক ফিরলে সূর্যকুমার যাদব ৬ নম্বরে ও জাদেজা ৭ নম্বরে ব্যাট করবে। তাহলে তার (আইয়ার) একাদশে থাকাটা কঠিনই হবে।'

দ্রুতগতির শর্ট বলে আইয়ারের দুর্বলতা রয়েছে বলে মনে করেন সাবেক এই পাকিস্তানি তারকা, 'সে (আইয়ার) রান করেছে। সে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শতক করেছে, যেটাকে অনেক উঁচুভাবেই দেখা হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে ফাস্ট বোলিংয়ের বিপক্ষে তার গড় ১৯ থেকে ২০-এর মধ্যে। শর্ট বলে তো তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। আপনার দুর্বলতা যখন প্রকাশ পেয়ে যাবে, সব দলই সুবিধাটা কাজে লাগাবে।'

অন্যদিকে, আইয়ারের জায়গায় ইশান কিষাণ ভালো হতে পারে বলে উল্লেখ করেন কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম, 'তাকে পারফর্ম করতে হবে। কারণ, ঈশান কিষাণ বসে আছে এবং সে বাঁ-হাতি। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে তার খেলাটা মনে করুন। সে আর হার্দিক পান্ডিয়া একটা জুটি গড়েছে। সে মিডল অর্ডারেও ব্যাট করতে পারে।'

পান্ডিয়ার জন্য আরও

অপেক্ষা করতে হবে ভারতকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলমান বিশ্বকাপে দুর্দান্ত সময় পার করছে ভারত। তাই হার্দিক পান্ডিয়ার মতো ছন্দে থাকা অলরাউন্ডারকে না পাওয়ার ঘটনাও তাদের সেভাবে ভুগতে দিচ্ছে না। ভারত এখন পর্যন্ত খেলা বিশ্বকাপের ৬টি ম্যাচেই জিতেছে। তবুও শক্তিশালী একাদশ গঠনে পান্ডিয়াকে পেতে মরিয়া রোহিত শর্মার দল। যদিও তাদের সেই অপেক্ষার প্রহর আরও বাড়ছে। আগামী দুই ম্যাচেও মাঠে নামতে পারছেন না এই পেস অলরাউন্ডার।

ক্রীড়াভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, লিগ পর্বে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে শেষ ম্যাচের আগে পান্ডিয়াকে সম্ভবত দলে ফেরাবে না ভারত। তাকে দ্রুত দলে ফিরিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট। ২ নভেম্বর শ্রীলঙ্কা ও ৫ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলবে ভারত।

সর্বশেষ ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশের বিপক্ষে বোলিংয়ের সময় চোটে পড়েন পান্ডিয়া। বোলিংয়ের ফলো-থ্রুতে পা দিয়ে বল ঠেকাতে গিয়ে এই চোট পেয়েছিলেন। স্ক্যান করানোর পর পরের দুই ম্যাচের দল থেকে বাদ পড়েছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের সর্বশেষ ম্যাচে পান্ডিয়ার ফেরার সম্ভাবনা জেগেছিল। কিন্তু অ্যাঙ্কেল ও লিগামেন্টের চোটে কাতর পান্ডিয়াকে দ্রুত ফেরানোর ঝুঁকি নেয়নি ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।

যাদের ফাইনালে দেখছেন স্মিথ গ্রায়েম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে চলছে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। এরই মধ্যে শেষ হয়েছে এ আসরের ৩১টি ম্যাচ। এতে জমে উঠেছে ১০ দলের পয়েন্ট টেবিলের লড়াইও। এবারের আসরে কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হবে, তা নিয়েও চলছে নানান জল্পনা-কল্পনা।

এদিকে বৈশ্বিক এ মহারণে এখন পর্যন্ত অপরাজিত স্বাগতিক ভারত। ছয় ম্যাচের ছয়টিতেই জিতেছে রোহিত শর্মার দল।

তাই কোন দলের সামর্থ্য কেমন, তা ইতোমধ্যেই জেনে গেছে ক্রিকেট বিশ্ব। এবার কোন দুই দল ফাইনাল খেলতে পারে, তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী শুরু করেছেন সাবেক ক্রিকেটাররা। এবার সম্ভাব্য দুই ফাইনালিস্ট বেছে নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ।

তার (স্মিথ) ভাষ্য, ভবিষ্যদ্বাণী করা সবসময়ই কঠিন। আমার মনে হয়, শীর্ষে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা দুইয়ে, নিউজিল্যান্ড তিনে এবং অস্ট্রেলিয়া চার নম্বরে রয়েছে। আমি মনে করি, সম্ভবত এটাই নক-আউট পর্বের জন্য আপনার সম্ভাব্য শীর্ষ চার হতে চলেছে।

এদিকে ওয়ানডে বিশ্বমঞ্চে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা যেভাবে খেলছে, তাতে বেশ খুশি স্মিথ। যদিও এখনও এ দুই দলের সাক্ষাৎ হয়নি। আগামী ৫ নভেম্বর কলকাতায় ভারতের মুখোমুখি হবে প্রোটিয়ারা। এই দুই দলকেই ফাইনালে দেখছেন তিনি। তার মন্তব্য, আমি আশা করছি তারা ফাইনালে খেলবে। আমি বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যাচ্ছি; তবে যদি তারা ফাইনালে যায়, তাহলে আমার টিকিট কাটতে হবে। এ ছাড়া একটি হোটেল পাওয়ারও চেষ্টা করতে হবে আহমেদাবাদে।

তিনি যোগ করেন, ভারত এতটাই প্রভাবশালী হয়েছে যে তাদের পরীক্ষাও করা হয়নি। আমি ভারতের বিপক্ষে ইডেন গার্ডেন্সে অনেকবার খেলেছি। এটা একটি অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। খেলার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত স্টেডিয়াম। আমাদের খেলোয়াড়রা অনেক ভালো করেছে, তারা প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গেছে। এটি একটি দারুণ লড়াই হচ্ছে।

সাবেক এ প্রোটিয়া অধিনায়কের ভাষ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, নিউজিল্যান্ড এবং আফগানিস্তান দেখিয়েছে যে তাদের সেমিফাইনালে যাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। তবে অস্ট্রেলিয়াও ভালো খেলতে শুরু করেছে। নিউজিল্যান্ড জানে, কীভাবে জিততে হয়। নক-আউট কঠিন হতে চলেছে। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া শীর্ষ চারে উঠতে পারে বলে আমার অনুমান। স্বপ্ন সত্যি হলে ফাইনালটা হবে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ভারতের মধ্যে।

উল্লেখ্য, ছয়ে ছয় জয় নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে ভারত। অন্যদিকে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে প্রোটিয়ারা। সমান চারটি করে জয়ে তিনে ও চারে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। পাঁচে ও ছয়ে থাকা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের পয়েন্টও ৬। তবে নেট রানরেটে এগিয়ে পাঁচে দ্য গ্রিন ম্যানরা।

সারাকে নিয়ে আম্বানির অনুষ্ঠানে গিল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে আগামীকাল লঙ্কানদের বিপক্ষে ভারতের ম্যাচ হবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

ম্যাচটি খেলতে দুদিন আগেই বলিউডের শহরে পা রেখেছে রোহিত শর্মার দল। স্বাভাবিকভাবে দলের সঙ্গে মুম্বাইয়ে গেছেন শুবমান গিলও। তবে গত রাতে কিছু সময়ের জন্য টেন্ডুলকারের মেয়ে সারা টেন্ডুলকারের সঙ্গে ছিলেন তিনি।

শচীনকন্যা সারা টেন্ডুলকারের সঙ্গে শুবমান গিলের প্রেম নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। সেই জল্পনায় ঘৃতাহুতি পড়ল আম্বানিদের জিও ওয়ার্ল্ড প্লাজা লঞ্চের অনুষ্ঠানে। সেখানেই এক ফ্রেমে ধরা পড়লেন সারা-শুবমান।

মঙ্গলবার আম্বানিদের এই অনুষ্ঠান ছিল। মুম্বাইয়ের যাবতীয় গ্ল্যামার যেন সেখানেই উপচে পড়েছিল। নানা সাজে এসে ক্যামেরার সামনে পোজ দেন তারকারা। শুবমান গিল ও সারা টেন্ডুলকারও নিমন্ত্রিত ছিলেন। লাল ড্রেস পরে গিয়েছিলেন সারা। শুভমানের পরনে ছিল কালো পোশাক। একসঙ্গেই অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসছিলেন দুজন। আচমকা শুভমানের নজরে পড়ে পাপারাজ্জির ক্যামেরা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যান ক্রিকেটার। খুঁজতে থাকেন আড়াল।

প্রথমে সারা বুঝতে পারেননি বিষয়টি। তারপর শুভমানের কাছ থেকেই হয়তো ক্যামেরাবন্দি হওয়ার খবর পান। তিনিও থমকে যান। হয়তো খানিকটা বিরক্ত হন। তবে শুবমান-সারা যতই লুকনোর চেষ্টা করুন না কেন, সোশাল মিডিয়ায় ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, বহু দিন ধরেই সারার সঙ্গে শুবমানের প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার সইফকন্যা সারা আলি খানের সঙ্গেও তরুণ ক্রিকেটারের নাম জড়িয়েছে। তবে সে জল্পনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হয়েছে। বরং শচীনকন্যার সঙ্গে শুবমানের ঘনিষ্ঠতার রটনা আরও তীব্র হয়েছে।

নিউজিল্যান্ড শিবিরে

আবারও ইনজুরির হানা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোট নিয়েই ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছিলেন নিউজিল্যান্ডের নিয়মিত অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসন। এক ম্যাচে মাঠে নেমে ফের ইনজুরিতে পড়েন তিনি। এরপর একে একে আরও দু'জন ক্রিকেটার রয়েছেন চোট সমস্যায়। এবার নতুন করে সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছেন পেসার ম্যাট হেনরি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বিশ্বকাপের ৩২তম ম্যাচে বুধবার পুনেতে মুখোমুখি হয় নিউজিল্যান্ড। ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে জোড়া সেঞ্চুরিতে প্রোটিয়ারা সংগ্রহ ৩৫৭ রান। এর আগে ২৭তম ওভারে বল করার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান হেনরি। পরে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার পর টিম ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে, এই পেসার সেই ম্যাচে আর বোলিং করতে পারবেন না।

হেনরি ওঠে যাওয়ার পর তার অসম্পূর্ণ ওভার শেষ করেছেন মিডিয়াম পেসার জিমি নিশাম। ফলে একজন বোলারও কমে যায় কিউইদের। এর আগে ৫.৩ ওভারে উইকেটশূন্য ৩১ রান খরচ করেন হেনরি। এর আগে থেকে কিউইদের ইনজুরির তালিকায় আছেন লোকি ফার্গুসন, মার্ক চ্যাপম্যান ও কেইন উইলিয়ামসন।

ফলে পুরো ১৫ জনের স্কোয়াডে ফিট ক্রিকেটারের তালিকা করলে ১১ জনেই থামতে হচ্ছে টম ল্যাথামের দলটিকে। এদিন হেনরির বদলে ফিল্ডিং করেছেন ইশ সোধি। এই ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে নামলেন টিম সাউদি। বিশ্রামের জন্য ম্যাচের মাঝে তার মাঠ ছাড়ার প্রয়োজন হলে বদলি ক্রিকেটারের কমতি দেখা দেয়। কারণ ট্যাভেলিং রিজার্ভে থাকা অতিরিক্ত ক্রিকেটারদের মাঠে নামার সুযোগ নেই।

বিশ্বকাপ ধামাকা

বৃষ্টির আশীর্বাদে নিউজিল্যান্ডকে

২১ রানে হারাল পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একেই বুঝি কপাল বলে, ৪০২ রানের অম্ভব টার্গেটে খেলতে নেমেও জয় পেল পাকিস্তান। তবে সেটা নিজেদের যোগ্যতায় পুরোপুরি নয়, অনেকটা বৃষ্টির আশীর্বাদে।

সাড়ে ২১ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান তোলে পাকিস্তান। এরপর বৃষ্টির বাগড়া। বৃষ্টি শেষে পাকিস্তানের সামনে সাড়ে দাঁড়ায় ১৯ ওভারে ১৮২ রানের সমীকরণ।

টার্গেট কিছুটা হাতের মুঠোয় চলে আসায় ব্যাট চালিয়ে খেলতে থাকেন শতক হাঁকিয়ে ক্রিজ আগলে রাখা পাকিস্তানি ওপেনার ফখর জামান ও অর্ধশতকের পথে থকা বাবর আজম।

তাদের মারমুখী ব্যাটে সাড়ে ২৫ ওভারে ২০০ রান তোলে পাকিস্তান। ৬৩ বলে ৬৬ রান করেন বাবর। ৮১ বলে ১২৬ রান করেন ফখর জামান। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার বৃষ্টি নামে আহমেদাবাদে। সেই বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। আর বৃষ্টি আইনে ২১ রানে এগিয়ে থাকায় পাকিস্তানকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR